শিক্ষার্থীদের দক্ষতা উন্নয়নে ক্লাব ও সহশিক্ষা কার্যক্রমের ভূমিকা

গবেষক:
দেওয়ান নোভা পারভীন[১*], আফসারাহ্ এহসান বিভা[১], আহমাদ যুবাইর[২]

তত্ত্বাবধায়ক:
ড. ওয়াসীম মোঃ মেজবাহুল হক[৩]

[১] সম্মান, পরিসংখ্যান, রাজশাহী কলেজ
[২] সম্মান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, রাজশাহী কলেজ
[৩] অধ্যাপক, অর্থনীতি, রাজশাহী কলেজ

[*] যোগাযোগ:
০১৮৪৮২৯৪৩৯৪,
novaparvien@gmail.com

সারসংক্ষেপ

এই গবেষণায় রাজশাহী কলেজের সহশিক্ষা ও ক্লাবভিত্তিক কার্যক্রম শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত, সামাজিক ও পেশাগত উন্নয়নে কীভাবে অবদান রাখছে তা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। মোট ১৪৫ জন স্নাতক পর্যায়ের শিক্ষার্থী জরিপে অংশ নেয়। গবেষণার ফলাফলে দেখা যায়, বিতর্ক, গবেষণা, ব্যবসা, জব প্রিপারেশন ও স্ট্যাটিস্টিক্যাল ক্লাবসহ বিভিন্ন কার্যক্রম শিক্ষার্থীদের নেতৃত্ব, যোগাযোগ, দলগত কাজ, সময় ব্যবস্থাপনা ও সমস্যা সমাধানের মতো গুরুত্বপূর্ণ soft skills গড়ে তুলতে সহায়ক ভূমিকা রাখছে। পাশাপাশি মানসিক দৃঢ়তা, আত্মবিশ্বাস, নৈতিকতা ও মানবিক মূল্যবোধও বিকশিত হচ্ছে। তবে কিছু সীমাবদ্ধতা চিহ্নিত হয়েছে—যেমন অনিয়মিত কার্যক্রম, বাজেট সংকট, রাজনীতি ও শৃঙ্খলার অভাব এবং অ-সদস্য শিক্ষার্থীদের মধ্যে সচেতনতার ঘাটতি। সদস্য শিক্ষার্থীরা যেখানে ইতিবাচক অভিজ্ঞতা শেয়ার করেছেন, অ-সদস্যরা সেদিক থেকে নিরপেক্ষ থেকেছেন। গবেষণা প্রমাণ করে যে, একবিংশ শতাব্দীর জরুরি দক্ষতা অর্জনে এসব ক্লাব কার্যক্রম শ্রেণিকক্ষ শিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ পরিপূরক। তবে বাজেট বৃদ্ধি, নিয়মিত তদারকি ও অন্তর্ভুক্তিমূলক অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা গেলে কার্যক্রমগুলো শিক্ষার্থীদের উন্নয়নে আরও কার্যকর ও টেকসই ভূমিকা রাখতে পারবে।

মূলশব্দ: সহশিক্ষা কার্যক্রম, ক্লাব, Soft Skills

ভূমিকা

শুধুমাত্র পাঠ্যসূচি ভিত্তিক একাডেমিক শিক্ষা আজকের দুনিয়ার জন্য যথেষ্ট নয়। বর্তমান প্রতিযোগিতামূলক সমাজে টিকে থাকতে হলে শিক্ষার্থীদের অবশ্যই নেতৃত্ব, যোগাযোগ, দলগত কাজের অভ্যাস, সমস্যা সমাধানের দক্ষতা এবং মানবিক মূল্যবোধের মতো soft skills অর্জন করা প্রয়োজন। Dewey (1938) উল্লেখ করেছেন, "Education is not preparation for life; education is life itself." অর্থাৎ শিক্ষা শুধুমাত্র বইভিত্তিক জ্ঞানের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বরং বাস্তব অভিজ্ঞতার মাধ্যমে তার পূর্ণতা ঘটে।

এই দক্ষতাগুলো বিকাশের অন্যতম মাধ্যম হলো সহশিক্ষা কার্যক্রম ও বিভিন্ন ক্লাবভিত্তিক উদ্যোগ। Yorke (2006) তাঁর গবেষণায় উল্লেখ করেছেন, "Employability depends as much upon skills, competencies and attributes as it does upon knowledge." অর্থাৎ কর্মসংস্থানে জ্ঞানের পাশাপাশি ব্যবহারিক দক্ষতা অর্জন সমান গুরুত্বপূর্ণ।

রাজশাহী কলেজ একটি ঐতিহ্যবাহী ও সুপ্রতিষ্ঠিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, যেখানে বিতর্ক, বিজ্ঞান ক্লাব, রিসার্চ ক্লাব, ক্যারিয়ার ক্লাব, সাংস্কৃতিক ক্লাবসহ নানা কার্যক্রম পরিচালিত হয়। এসব কার্যক্রম শিক্ষার্থীদের নেতৃত্ব, সামাজিক সচেতনতা ও নৈতিক মূল্যবোধ গঠনে সহায়তা করছে (Rajshahi College, 2023)। এছাড়া সাম্প্রতিক উদ্যোগ "দীক্ষা: দক্ষতা উন্নয়ন শিক্ষা কার্যক্রম" শিক্ষার্থীদের দক্ষতা বৃদ্ধির একটি আধুনিক প্রচেষ্টা হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে (Rajshahi College, 2025)।

Astin (1993) তাঁর গবেষণায় প্রমাণ করেছেন যে শিক্ষার্থীর সক্রিয় অংশগ্রহণই ব্যক্তিগত বিকাশ ও শিক্ষার প্রধান চালিকাশক্তি। একইভাবে Coates (2007) উল্লেখ করেছেন, "Student engagement is central to effective learning in higher education." এই বক্তব্য প্রমাণ করে যে শিক্ষার্থীর সম্পৃক্ততা মানসম্মত শিক্ষার মূল উপাদান।

অতএব, এই গবেষণা মূলত রাজশাহী কলেজের শিক্ষার্থীদের অভিজ্ঞতা ও মতামতের ভিত্তিতে সহশিক্ষা কার্যক্রমের প্রকৃত প্রভাব পরিমাপ করার একটি প্রয়াস।

গবেষণার উদ্দেশ্য

এই গবেষণার উদ্দেশ্য হলো রাজশাহী কলেজের শিক্ষার্থীদের নানামুখী ও ব্যক্তিগত পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নে ক্লাব এবং সহশিক্ষা কার্যক্রমের ভূমিকা অনুধাবন করা। গবেষণার মাধ্যমে নিম্ন লিখিত প্রশ্নগুলোর উত্তর বের করা হয়েছেঃ

- রাজশাহী কলেজের বিভিন্ন ক্লাব ও সহশিক্ষা কার্যক্রমে অংশগ্রহণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা কোন ধরনের নরম দক্ষতা (soft skills) অর্জন করছে তা শনাক্ত করা।
- অর্জিত এই দক্ষতাগুলো শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত আত্মবিশ্বাস, মানসিক দৃঢ়তা ও সমস্যা সমাধানের ক্ষমতা গঠনে কীভাবে প্রভাব ফেলছে তা বিশ্লেষণ করা।
- সহশিক্ষা কার্যক্রম শিক্ষার্থীদের নৈতিকতা, মানবিক মূল্যবোধ ও সামাজিক সচেতনতা বিকাশে কী ভূমিকা রাখছে তা অনুধাবন করা।

গবেষণার পদ্ধতি

গবেষণার ধরন

এই গবেষণাটি একটি পরিমাণগত (Quantitative) গবেষণা, যেখানে সার্ভে পদ্ধতিতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। গবেষণার উদ্দেশ্য ছিল সহশিক্ষা কার্যক্রম শিক্ষার্থীদের নেতৃত্ব, নৈতিকতা, মানবিক মূল্যবোধ ও সামাজিক সচেতনতার উপর কী ধরনের প্রভাব ফেলে তা নির্ণয় করা।

গবেষণার জনসংখ্যা ও নমুনা

গবেষণার জনসংখ্যা ছিল রাজশাহী কলেজের বিভিন্ন বিভাগের স্নাতক (সম্মান) পর্যায়ের শিক্ষার্থীরা, যারা সহশিক্ষা কার্যক্রমে জড়িত বা পূর্বে যুক্ত ছিলেন। নমুনার আকার ছিল ১৪৫ জন। নমুনা বাছাইয়ের জন্য সহজলভ্য নমুনা পদ্ধতি (Convenience Sampling) ব্যবহার করা হয়েছে।

তথ্য সংগ্রহের উপকরণ

তথ্য সংগ্রহের জন্য একটি গঠনমূলক প্রশ্নমালা (Structured Questionnaire) ব্যবহার করা হয়, যা দুই ভাগে বিভক্ত ছিল:

- ডেমোগ্রাফিক তথ্য: (সেশন, বর্ষ, বিভাগ, ক্লাব সদস্যপদ, ক্লাবের ধরন, সাপ্তাহিক সময় ব্যয় ইত্যাদি)
- গবেষণার ভ্যারিয়েবল সংক্রান্ত প্রশ্ন: নেতৃত্ব, যোগাযোগ দক্ষতা, সময় ব্যবস্থাপনা, চিন্তাশক্তি, সামাজিক সচেতনতা, আত্মবিশ্বাস, মানবিক মূল্যবোধ ইত্যাদি নিয়ে মোট ৫ ধাপ বিশিষ্ট লাইকার্ট স্কেল (১ = সম্পূর্ণ অসম্মত, ৫ = সম্পূর্ণ সম্মত) প্রশ্ন।

তথ্য সংগ্রহের প্রক্রিয়া

প্রশ্নমালাটি গুগল ফর্ম এর মাধ্যমে অনলাইনে বিতরণ করা হয়। অংশগ্রহণকারীদের পূর্ব সম্মতি নেওয়া হয় এবং তাদের পরিচয় গোপন রাখা হয়েছে।

তথ্য বিশ্লেষণের পদ্ধতি

সংগৃহীত ডেটা SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) সফটওয়্যারে কোডিং ও বিশ্লেষণ করা হয়। বিশ্লেষণের জন্য নিম্নোক্ত পরিসংখ্যানিক পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে:

- ফ্রিকোয়েন্সি ও শতাংশ বিশ্লেষণ
- গড় ও মান বিচ্যুতি
- লিকার্ট স্কেল বিশ্লেষণ ফলাফল টেবিল ও চিত্র আকারে উপস্থাপন করা হয়েছে এবং গবেষণা প্রশ্নের সাথে মিলিয়ে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

গবেষণার ফলাফল

এই গবেষণায় রাজশাহী কলেজের বিভিন্ন বিভাগের মোট ১৪৫ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেছেন। অংশগ্রহণকারীরা স্নাতক প্রথম থেকে চতুর্থ বর্ষের ছাত্র – ছাত্রী, যাদের মধ্যে উল্লেখ্যযোগ্য ক্লাব ও সহশিক্ষা কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেন, এবং বেশিরভাগ শিক্ষার্থী প্রতি সপ্তাহে ২-৫ ঘন্টা সময় ক্লাব কার্যক্রমে ব্যয় করে থাকে।

ক্লাব এ অংশগ্রহন ও ধরণ:

গবেষণায় অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে অধিকাংশই কোন না কোন ক্লাব এর সাথে যুক্ত আছেন। ক্লাব গুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি উল্লেখ পাওয়া গেছেঃ

- Rajshahi College Debate Club
- Statistical Pioneer club
- Job Preparation club
- Research club
- Rajshahi College Business Club-RCBC

শিক্ষার্থীদের দক্ষতা অর্জন সংক্রান্ত মূল্যায়ন

সহশিক্ষা কার্যক্রমে অংশগ্রহণের ফলে শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন ধরনের নরম দক্ষতা অর্জন করেছে বলে জানিয়েছে। নিচে কয়েকটি মূল দক্ষতার ওপর শিক্ষার্থীদের প্রতিক্রিয়ার পরিমাণগত চিত্র টেবিল আকারে তুলে ধরা হলঃ

সারণি ১

Likert স্কেলের ভিত্তিতে Soft Skill বিষয়ে শিক্ষার্থীদের মনোভাব

Sof Skills	সম্মত	সম্পূর্ণ সম্মত	নিরপেক্ষ	অসম্মত ও একবারে অসম্মত
নেতৃত্ব দানের দক্ষতা	৫০.৩৪%	২২.৭৬%	২২.৭৬%	৪.১৪%
দলগত ভাবে কাজ করার দক্ষতা	৫৩.১০%	২৫.৫২%	১৭.৯৩%	৩.৪৫%
সময় ব্যাবস্থাপনা	৫৩.১০%	২০.০০%	২২.০৭%	৪.৮৩%
যোগাযোগ দক্ষতা	৫৫.১৭%	২৩.৪৫%	১৭.৯৩%	৩.৪৫%
চিন্তাশক্তি ও সমস্যা সমাধান	৪৬.৯০%	২৪.১৪%	২৪.৮৩%	৪.১৪%

সারণী ১ থেকে দেখা যায় যে ক্লাব ও সহশিক্ষা কার্যক্রম শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন ধরনের দক্ষতা অর্জনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে। ফলাফলে দেখা যায়, নেতৃত্বদক্ষতার ক্ষেত্রে ৫০.৩৪% শিক্ষার্থী 'সম্পূর্ণ সম্মত' এবং ২২.৭৬% 'সম্মত' মত দিয়েছে। এভাবে মোট ৭৩% এরও বেশি শিক্ষার্থী বিশ্বাস করে যে এসব কার্যক্রম তাদের নেতৃত্ব বিকাশে সহায়ক। যোগাযোগ দক্ষতার ক্ষেত্রে ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া আরও বেশি; ৫৫.১৭% শিক্ষার্থী 'সম্পূর্ণ সম্মত' এবং ২৩.৪৫% 'সম্মত' হয়েছে, যা নির্দেশ করে প্রায় ৭৯% শিক্ষার্থী এই কার্যক্রমকে কার্যকর মনে করেছে। দলগত কাজের ক্ষেত্রেও একই প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়; ৪৮% শিক্ষার্থী 'সম্পূর্ণ সম্মত' এবং ২৬% শিক্ষার্থী 'সম্মত', অর্থাৎ প্রায় তিন-চতুর্থাংশ শিক্ষার্থী দলগত কাজের দক্ষতা বৃদ্ধিতে সহশিক্ষা কার্যক্রমের গুরুত্ব স্বীকার করেছে। সমস্যা সমাধান দক্ষতার ক্ষেত্রেও অধিকাংশ শিক্ষার্থী ইতিবাচক মতামত প্রদান করেছে।

অতএব, সারণী ১ স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে ক্লাব ও সহশিক্ষা কার্যক্রম শিক্ষার্থীদের একবিংশ শতাব্দীর জন্য অপরিহার্য দক্ষতা—যেমন নেতৃত্ব, যোগাযোগ, দলগত কাজ এবং সমস্যা সমাধান—অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

আলোচনা

রাজশাহী কলেজে পরিচালিত এই গবেষণায় প্রতীয়মান হয় যে সহশিক্ষা কার্যক্রম বিশেষত ক্লাবভিত্তিক উদ্যোগ শিক্ষার্থীদের মানসিক, নৈতিক এবং পেশাগত উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। অধিকাংশ শিক্ষার্থী মতামত দিয়েছেন যে ক্লাব কার্যক্রম তাদের মানসিক দৃঢ়তা বৃদ্ধি করেছে এবং মানবিক গুণাবলি ও সামাজিক সচেতনতা গঠনে সহায়ক হয়েছে। একইসাথে শিক্ষার্থীরা আত্মমূল্যায়ন ও আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধির সুযোগ পেয়েছে, যা ব্যক্তিগত বিকাশে ইতিবাচক ভূমিকা রাখছে।

শিক্ষার্থীদের উন্মুক্ত মন্তব্যে প্রকাশ পেয়েছে যে ক্লাব কার্যক্রম সার্বিক উন্নয়নের অন্যতম প্ল্যাটফর্ম হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। নরম দক্ষতা যেমন যোগাযোগ, নেতৃত্ব, আত্মবিশ্বাস, দলগত কাজ এবং সময় ব্যবস্থাপনার পাশাপাশি কঠিন দক্ষতা- যেমন প্রযুক্তি ব্যবহার, গবেষণা দক্ষতা, প্রোগ্রাম ম্যানেজমেন্ট এবং নেটওয়ার্কিং সক্ষমতায় উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি লক্ষ্য করা গেছে। বিশেষত রিসার্চ ক্লাব, স্ট্যাটিস্টিক্যাল পাইওনিয়ার ক্লাব, বিজনেস ক্লাব, ডিবেট ক্লাব এবং জব প্রিপারেশন ক্লাব শিক্ষার্থীদের একবিংশ শতাব্দীর জরুরি দক্ষতা অর্জনে সহায়তা করছে।

তবে কিছু চ্যালেঞ্জও স্পষ্টভাবে উঠে এসেছে। কার্যক্রমের অনিয়মিততা, সম্পদ সংকট, রাজনৈতিক প্রভাবের আশঙ্কা, দুর্বল নেতৃত্ব এবং কিছু নিষ্ক্রিয় বা শুধুমাত্র নামমাত্র ক্লাব শিক্ষার্থীদের অভিজ্ঞতাকে সীমিত করছে। তদুপরি, সদস্য ও অ-সদস্য শিক্ষার্থীদের প্রতিক্রিয়ায় একটি স্পষ্ট বিভাজন লক্ষ্য করা গেছে। যেখানে সদস্যরা ক্লাবের সুফল সম্পর্কে বিস্তারিত ইতিবাচক অভিজ্ঞতা শেয়ার করেছেন, অ-সদস্যরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিরপেক্ষ বা অস্পষ্ট মন্তব্য দিয়েছেন। এ থেকে বোঝা যায়, যোগাযোগ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক কার্যক্রমের অভাব এখনো একটি বড় সমস্যা।

উপসংহার

গবেষণার সামগ্রিক ফলাফল নির্দেশ করে যে, রাজশাহী কলেজের সহশিক্ষা কার্যক্রম শিক্ষার্থীদের একাডেমিক শিক্ষাকে সমৃদ্ধ করার পাশাপাশি তাদের ব্যক্তিগত, সামাজিক ও পেশাগত দক্ষতা বিকাশে কার্যকর ভূমিকা রাখছে। নেতৃত্ব, দলগত কাজ, আত্মবিশ্বাস, নৈতিকতা এবং ক্যারিয়ারভিত্তিক দক্ষতা অর্জনে ক্লাবগুলো একটি বাস্তবমুখী প্ল্যাটফর্ম হিসেবে কাজ করছে।

তবে বাজেট স্বল্পতা, নিয়মিত তদারকির অভাব, রাজনৈতিক প্রভাবের ঝুঁকি এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক কার্যক্রমের সীমাবদ্ধতা এখনো প্রধান চ্যালেঞ্জ। এসব সমস্যা সমাধান করা গেলে সহশিক্ষা কার্যক্রম শিক্ষার্থীদের সামগ্রিক উন্নয়নে আরও দৃঢ় ও টেকসই অবদান রাখতে পারবে।

সুতরাং, শিক্ষা নীতি নির্ধারক ও কলেজ প্রশাসনের জন্য এ গবেষণা কার্যকর অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করতে পারে। বাজেট ও সম্পদ বৃদ্ধি, যোগ্য ও স্বচ্ছ নেতৃত্ব, আধুনিকায়নকেন্দ্রিক উদ্যোগ এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা গেলে রাজশাহী কলেজের

সহশিক্ষা কার্যক্রম ভবিষ্যতে শিক্ষার্থীদের পূর্ণ বিকাশের একটি মডেল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।

গবেষণার সীমাবদ্ধতা

এই গবেষণার কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে যা ফলাফলের পরিসরকে সীমিত করেছে। প্রথমত, গবেষণা কেবল রাজশাহী কলেজের শিক্ষার্থীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল; ফলে অন্যান্য কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে এ ফলাফল সরাসরি প্রযোজ্য নাও হতে পারে। দ্বিতীয়ত, সক্রিয় ক্লাব সদস্যরা তুলনামূলকভাবে বেশি ইতিবাচক অভিজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন, যেখানে অ-সদস্যদের প্রতিক্রিয়া ছিল সংক্ষিপ্ত বা নিরপেক্ষ। এতে দৃষ্টিভঙ্গির ভারসাম্য কিছুটা ব্যাহত হতে পারে।

এছাড়া গুণগত তথ্য বিশ্লেষণে ভিন্নতা লক্ষ্য করা গেছে—কিছু অংশগ্রহণকারী বিস্তৃত অভিজ্ঞতা শেয়ার করলেও অনেকেই "না", "জানি না" জাতীয় সংক্ষিপ্ত উত্তর দিয়েছেন, যা বিশ্লেষণকে সীমাবদ্ধ করেছে। রাজনৈতিক প্রভাব ও ব্যবস্থাপনার দুর্বলতা সম্পর্কিত বিষয়গুলো আংশিকভাবে উঠে এলেও গভীরভাবে অনুসন্ধান করা হয়নি। উপরন্তু, গবেষণা ছিল ক্রস-সেকশনাল প্রকৃতির, তাই দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব মূল্যায়ন করা সম্ভব হয়নি। বাজেট ও কাঠামোগত সহায়তা সম্পর্কিত তথ্যও সীমিত ছিল, যা পূর্ণাঙ্গ চিত্র দিতে পারত। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো, ক্লাব কার্যক্রম ও দক্ষতা বিকাশের মধ্যে সম্পর্কটি নিশ্চিতভাবে কার্যকারণ (Cause-Effect) নাকি সহসম্পর্ক (Correlation) – তা স্পষ্টভাবে নির্ধারণ করা যায়নি।

তথ্যসূত্র

Astin, A. W. (1993). *What matters in college? Four critical years revisited*. Jossey-Bass.

Coates, H. (2007). A model of online and general campus-based student engagement. *Assessment & Evaluation in Higher Education, 32*(2), 121–141. https://doi.org/10.1080/02602930600801878

Dewey, J. (1938). *Experience and education*. Macmillan.

Rajshahi College. (2023). *Institutional self-assessment report (ISAR)*. Rajshahi College.

Rajshahi College. (2025, May 25). *দীক্ষা: দক্ষতা উন্নয়ন শিক্ষা কার্যক্রম*. Rajshahi College.

Yorke, M. (2006). *Employability in higher education: What it is – what it is not*. The Higher Education Academy.